সংবাদ

তারিখ ... 24 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এখনও স্বপ্নই রয়ে গেছে

মো. সাইফুল ইসলাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে ১৯৭৩ সালে এক জাতীয়করণ ডিক্রি বলে ৩৬,০১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকার। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় যাতে সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক বিকাশ সাধন এবং তাদের উন্নত জীবন স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধকরা।

একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে মানসম্মত শিক্ষার ওপর। মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ রচনায় শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতিও রয়েছে। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক না থাকা। বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৯.০৫%, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫.০৭% মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিবারের শিশুরা অধ্যয়ন করে থাকে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক না থাকার দরুন মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এসব শিক্ষার্থী।

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক বণ্টন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হওয়া

ইউনেস্কোর তথ্য অনুসারে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভুটানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩৮:১, মালদ্বীপে ২০:১, নেপালে ২০:১, পাকিস্তানে ৪০:১, শ্রীলঙ্কায় ২৩:১। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে ছাত্রশিক্ষক অনুপাত ৫৬:১ উল্লেখ করা হয়েছে। ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের ২০০৬ সালের তথ্য অনুসারে উপজেলার ৭১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩৮৩১ জন শিক্ষার্থীর জন্য ২৮৭ জন শিক্ষক আছেন। এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ২৩৮ জন, মহিলা ৪৯ জন। শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাত ৮৩:১। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জাতীয় পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত সামঞ্জস্য রাখতে হলে ৩২% শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে যদি ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪০:১ বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে অতিরিক্ত ৫২% শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। ২০০৬ সালের চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুসারে উপজেলায় ৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১০৩৪ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ৩২৮ জন। ৭২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যপদ শিক্ষকের সংখ্যা ৩০টি। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৬৪:১। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪০:১ করতে হলে ৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০টি শূন্য পদে নিয়োগ দেয়ার পরও ১৬৮ জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জুলাই ২০০৭ সালের তথ্য অনুসারে উপজেলার ১০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯৬৯৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৭০ শিক্ষক আছেন। এর মধ্যে ২ জন প্রধান শিক্ষক ও ১১ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত ৮০:১। দৈনিক ইত্তেফাক ২৯ জুলাই ০৭ সুনামগঞ্জ জেলার 'দিরাই উপজেলার প্রাইমারি শিক্ষায় নানা সমস্যা' শীর্ষক প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে উপজেলায় প্রধান শিক্ষকের ৬টি, সহকারী শিক্ষকের ৩০টি পদ শূন্য রয়েছে। ৪৮ জন শিক্ষক পিটিআইতে প্রশিক্ষণে আছেন। উপজেলার ২৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জন্য বর্তমানে রয়েছে ৩৭৬টি শিক্ষকের পদ। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৭৪:১।

শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক না থাকায় কারণে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন স্কুলে থেকে শিখতে পারে না, ক্লাসের পড়া না পারার কারণে শিশুরা হীনম্মন্যতায় ভোগে, 'ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়ে, স্কুলে অনুপস্থিতির থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, এক সময় স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিইডিপি-২) সবার জন্য শিক্ষা জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্রের আলোকে ১৮ লাখ ডলার ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়েছে, আবার বেড়ে চলছে ঝরে পড়ার হার। ২০০৫ সালের হিসাবমতে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র শেষ হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে ৩২ থেকে ৪৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে বেশিরভাগই প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সব শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা এখনও স্বপ্নই রয়ে গেছে। বাংলাদেশের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক না থাকা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র

সংবাদ ১৫ জুলাই ০৭ 'নীলফামারী প্রাথমিক শিক্ষার বেহালদশা : ৪০ ভাগই ঝরে পড়ছে' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছে- দক্ষ শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব, মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ না থাকা, দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থার কারণে

নীলফামারী জেলার সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের স্কুলমুখী করতে পারছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের পরিসংখ্যানে বর্তমান ঝরে পড়ার হার ৩৫ শতাংশ দেখানো হলেও এর প্রকৃত হার ৪০ শতাংশ বলে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো দাবি করছে। সংবাদ ১৬ জুলাই ০৭ 'শিক্ষক স্বল্পতা ব্যাহত হচ্ছে উলিপুরে প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুরে ১২৪টি রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা বিরাজ করছে। উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজের ইচ্ছামতো বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করে থাকেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অভিমত, শুধু বেসরকারি শিক্ষক নয় সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও বিদ্যালয়ের পাঠদান ফাঁকি দিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসে অযথা ঘোরাফেরা করে থাকেন। যায়যায়দিন ১১ জুলাই ০৭ 'মামা ভাগিনার স্কুল' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে মাদারীপুর জেলার শিবচর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকদের ঘুম হারাম প্রধান শিক্ষকের স্বজনপ্রীতির কারণে ভাগিনা সহকারী শিক্ষক স্কুলে এসে খাতায় সই করে স্কুল থেকে চলে যান। অনেক সময় স্কুলে না এসেও পরবর্তী দিন খাতায় স্বাক্ষর করে থাকেন। প্রথম আলো ১৬ জুলাই ০৭ 'মৌলভীবাজার জেলার জুড়ীর দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের চালা নেই, দেয়াল ফাটল' শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছে আকাশে মেঘ হলেই বই নিয়ে দৌড় দেয় ভুঁইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বৃষ্টির পানিতে ভেজার হাত থেকে রক্ষা পেতে আশ্রয় নেয় আশপাশের বাড়ির বারান্দায়। এহিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে পাঠদান কার্যক্রম। ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবক আতঙ্কিত। সংবাদ ১০ জুলাই 'শিক্ষকের কাণ্ড' ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার নতুন চরসাহেবের চর রেজিস্টার্ড সমবায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি চাবি হারিয়ে যায়। চাবি না পেয়ে ১ম শ্রেণীর ছাত্র আবদুল কাদেরকে সন্দেহ করেন প্রধান শিক্ষক। রুমে ডেকে নিয়ে জোড়া বেত দিয়ে প্রধান শিক্ষক নির্মমভাবে প্রহার করে এক পর্যায়ে কাদের অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ভর্তি করা হয় সদরপুর হাসপাতালে। সমকাল ২১ জু ০৭ 'শিক্ষকের প্রহারে ছাত্রের মৃত্যু' গাইবান্ধা জে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের চ্যাংমারি সরব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির বিতরণ বিস্কিট স্কুলে না খেয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে প্র শিক্ষক বেত নিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করে দরিদ্র দিনমা আয়নাল মিয়ার সন্তান ১ম শ্রেণীর ছাত্র হারুনকে। প্র শিক্ষকের নির্যাতনে স্কুলে হারুনের শারীরিক অবস্থ মারাত্মক অবনতি ঘটলে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা হাসপাতা নিয়ে যাওয়ার পথে মধ্যে মৃত্যু হয় স্কুল ছাত্র হারুনের সংবাদ ২৬ জুলাই ০৭ 'পিরোজপুর জেলার ৩০ ভাগ শি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হতদরিদ্র ভূমিহীন পরিব মানুষদের আশ্রয় মিলে আবাসন প্রকল্পে। জেলার স আবাসন প্রকল্প হতে প্রাথমিক স্কুল দূরে এবং প্রকল্পে ভেতরে কোন এনজিও স্কুল না থাকায়। এসব আবাস প্রকল্পে স্কুল গমনোপযোগী শিশুরা স্কুলে না গিয়ে প্রত্য ও পরোক্ষভাবে শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে যুগান্তর ২৭ জুলাই 'উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতে অভিযোগ করায় ছাত্রের বাবা-মা লাঞ্ছিত' রিপোর্টে ব হয়েছে- বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার দক্ষি শিহিপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষ দীর্ঘদিন ধরে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কা অভিযোগ করায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আবদুল্লাহ আ মামুনের বাবা-মাকে লাঞ্ছিত করেছেন প্রধান শিক্ষক প্রথম আলো ৪ আগস্ট ২০০৭ 'ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হোক' সম্পাদকীয়তে বল হয়েছে, টাঙ্গাইলের সখীপুর কাকার্থা সরকারি প্রাথমিব বিদ্যালয়ের ভবনটি তিন বছর আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণ করা হয়েছে, অথচ সেখানে ক্লাস চলছে নিয়মিতভাবে ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা রয়েছে ঝুঁকির মুখে, শিক্ষকরা থাকেন সার্বক্ষণিক আতঙ্কের মধ্যে। প্রথম আলো আগস্ট ২০০৭ 'বরণকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যাল ছয় বছরেও নির্মিত হয়নি নতুন ভবন ক্লাস চলছে খোল আকাশের নিচে' রিপোর্টে বলা হয়েছে- নওগাঁ পৌ এলাকার বরুণকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে মাটিতে বসে ক্লা করছে। ছয় বছর ধরে এ অবস্থা চললেও নতুন ক বিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণের কোন উদ্যোগ নে হচ্ছে না। ২০০১ সালে জুন বিকট শব্দে পুরনো ভবনে ছাদ ফেটে যায়। ৩ জুলাই বিদ্যালয় পরিদর্শনে এ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশ ভবনটি ব্যবহারের অনুপোযোগী ঘোষণা করেন। অবস্থায় ৪ জুলাই থেকে বিদ্যালয়ের পুরনো ভব শিক্ষাদান বন্ধ হয়ে যায়। নতুন ভবন নির্মাণের জন্য প্রধা শিক্ষক ২০০১ সাল থেকে বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ কা আশানুরূপ সাড়া পাননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শি

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাহ পেয়েছে। আনন্দবাজার এই ধারণা থেকেই কে 'কিডস ফর টাইগার' ন হাতে নিয়েছে ভা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ওই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কাছে যাচ্ছেন। প্রকে জয়দীপ কুণ্ডুর দাবি, এ এক কোটিরও বেশি ছ পৌঁছতে পেরেছেন তার ছেলেমেয়েদের কাছ থে ইতিবাচক সাড়াও পাওয় কিডস ফর টাইগারের সালে বাঘ হত্যা ঠেকা

গণপ্রজা
জেল সুপারে
পুনঃ
স্মারক নং-৯৮৯/অঃ
১। সংগ্রহকারী সত্তা
২। পণ্যের নাম
৩। দরপত্রের প্রকৃতি
৪। টেন্ডার সিকিউরি
৫। দরপত্র দলিল এ স্থান
৬। দরপত্র দলিলের
৭। দরপত্র দাখিলের
৮। দরপত্র দলিল তারিখ ও সময়
৯। দরপত্র সর্বশেষ তারিখ
১০। দরপত্র খোলা তারিখ ও সময়
১১। সরবরাহের সময়
১২। সরবরাহকারীর
দরপত্র সংক্রান্ত অন্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযো যে কোন/সকল টেন্ডার